সংবাদ

তারিখ ... 27 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ৪ ...

মনোবলই বল

এইচএসসিতে ৭ জন্মান্ধের কৃতিত্ব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনার সাত জন্মান্ধ শিক্ষার্থী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফল অর্জন করেছে। চোখের আলো না থাকলেও শ্রুতি লেখকের সহায়তায় অন্য সব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা এই সফলতা অর্জন করে। পাবনার মানবকল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তায় পাবনা সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ এবং সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুল এবং পাবনা কলেজ কেন্দ্র থেকে তারা পরীক্ষা দিয়ে ছিলো। পাবনার বিশিষ্টজনেরা অন্ধ সাত শিক্ষার্থীর সফলতাকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদেরকে সহায়তা করতে সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

যারা কৃতিত্বপূর্ণ ফল করেছে তারা হলেন, পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের মোঃ জামিল হোসেন, তিনি পেয়েছেন ৪ দশমিক ১৭ পয়েন্ট। সুজানগর উপজেলার দুর্গাপুরের মোঃ মুনসুর আলী তিনি পেয়েছেন ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট এবং চাটমোহর উপজেলার গৌরনগর গ্রামের মাহবুবুল আলম, তিনি পেয়েছেন ৪ দশমিক ২০ পয়েন্ট। চট্টগ্রাম জেলার রবিউল ইসলাম, তিনি পেয়েছেন ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। নরসিংদী জেলার পেতিপলাশি গ্রামের মোঃ আবদুল্লাহ, তিনি পেয়েছেন ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের মোঃ রবিউল করিম রবি, তিনি পেয়েছেন ৪ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। মাদারীপুরের বাগমাড়া গ্রামের সুমন আহম্মেদ চৌধুরী, তিনি পেয়েছেন ৪ দশমিক ২৫ পয়েন্ট। এই সাত মেধাবী জন্ম থেকেই অন্ধ। তারা মানব কল্যাণ ট্রাস্টের আশ্রয়ে থেকে বিনা খরচে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে ছিলো। অন্ধ শিক্ষার্থী মাহবুব আলম জানান, অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শ্রুতি লেখকের সহায়তায় একই প্রশ্নে তাদের পরীক্ষা দিতে হয়। অনেক সময় আমরা সঠিক বলে দিলেও শ্রুতি লেখক লিখতে ভুল করে বসে। এতে মার্ক কমে যায়। সে আরও জানান, শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে দেশের সমস্ত অন্ধদের সাহায্য করাই তার মূল লক্ষ্য। পাবনা মানব কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো: আবুল হোসেন জানান, অন্ধদের লেখপড়ার জন্য প্রয়োজন ব্রেইল পদ্ধতি। অথচ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সুযোগ নেই। এখন পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন শ্রুতি লেখকের। দরিদ্র এসব অন্ধদের শ্রুতি লেখক সম্মানী তো দূরের কথা লেখা পড়ার করার নুন্যতম আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করারও সক্ষমতা নেই। তার পরেও থেমে থাকেনি এসব সংগ্রামী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর শিক্ষা জীবন। তিনি আরও বলেন, এই সাত জন পরীক্ষার্থীর মত আরো প্রায় ৫২ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পাবনার মানব কল্যান ট্রাস্টে থেকে ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা পড়া করছেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৯ম শ্রেণীতে ৬ জন, ১০ম শ্রেণীতে ৭ জন, চলতি একাদ্বশ শ্রেণীতে ৫ জন, এমএ তে ২ জনসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। পাবনার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাজী মনোয়ার হোসেন বলেন, এ সব অন্ধ শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জকে আমাদের সহায়তা করা উচিত। তাদের এই ফল প্রশংসা পাওয়ারযোগ্য। মানবকল্যাণ ট্রাস্টকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হলে সারা দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষালয় হিসেবে গড়ে উঠতে পারে বলে তিনি মনে করেন। পাবনার জেলা প্রশাসক রেখা রানী বালো বলেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অন্ধ শিক্ষার্থীদের ফল আশাব্যঞ্জক। এদের সহায়তা করতে সরকার সম্ভাব্য সহায়তা করবে। পাবনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রেজাউর রহিম লাল পাবনা মানব কল্যাণ ট্রাস্টের প্রশংসা করে বলেন, মানবকল্যাণ ট্রাস্টকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে, বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করছে। সাত অন্ধ শিক্ষার্থীর ফল প্রশংসাযোগ্য।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর
২৭/৭